দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15/12/79 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

82

# অপরাজেয় বাংলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলা' জাতির একটি বড় প্রয়োজন পূরণ করেছে। এই ভাস্কর্য রূপময় হয়ে উঠেছে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস, এদেশের গণমানুষের সংগ্রামী প্রকৃতি। যে অমিততেজ বজ্রকণ্ঠের সংকল্প এবং দুর্বার শক্তি নিয়ে আমাদের জনগণ প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং স্বাধীনতার রক্ত লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল, শিল্পীর নিপুণ হাত তা ফুটিয়ে তুলেছে প্রস্তরমূর্তিতে। এই ভাস্কর্যের দিকে তাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় শৌর্য-বীর্য ও কৃতিত্বের গর্বে বুক ভরে ওঠে, হৃদয় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমে। শিল্পকর্মটি ইতিমধ্যেই জনগণের হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসছেন এটি দেখতে। জনমনে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্থান যে কত উঁচুতে এ তারই পরিচায়ক।

আমাদের জনগণ সব সময় স্বাধীনচেতা ও স্বাধীনতাপিয়াসী। স্বাধীনতার জন্য তারা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছেন, বরণ করেছেন সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করেছেন নজিরবিহীন ত্যাগ তিতিক্ষা। একাত্তরের সংগ্রামে সফল হয়েছে তাদের স্বপ্ন ও সাধনা, অর্জিত হয়েছে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে তরুণ সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রতিষ্ঠিত 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যটি ছাত্র-ছাত্রীদের সবসময় তাদের পূর্বসূরীদের স্বদেশ প্রেম এবং বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থের প্রতি যখনই কোন হুমকি আসবে, তা প্রতিরোধ করার শক্তি-সাহস যোগাবে মুক্তিযুদ্ধের এই স্মারক ভাস্কর্য। 'অপরাজেয় বাংলা' আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তির অবলম্বন এবং চলার পথের ধ্রুবনক্ষত্র হয়ে থাকবে। অমর মুক্তিযুদ্ধকে চিরস্মরণীয় করে রাখার আরও উদ্যোগ নেয়া হবে—তা প্রত্যাশিত।

'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ডাকসু এবং শিল্পী সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদকে জাতির পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।